Programme	B.A (Major) in BENGALI
Course Code	Course Name
H-CC-3-3	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)
Year and Semester	2nd Year, 3rd Semester
Prerequisite Course	বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা
Course Objective	আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার বিবর্তনের গতিরেখার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিতি ঘটানো।

Bengali Core Course- III: BNG-A- H-CC-3-3 – TH-TU বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)

Total Marks: 100 [Theory (Th) 75+ Tutorial (Tu) 25] Total Credits: [3(Th)+1(Tu)]=4 No. of Lecture hours: 75, No. of Tutorial contact hours: 15

Module	Content	Lecture No.	
মডিউল-১ গদ্য ও প্রবন্ধ	• আধুনিক বাংলা গদ্য ও প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাস (নির্বাচিত)	30	
মডিউল-২ কাব্য-কবিতা ও নাটক	• আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস (নির্বাচিত)	15	
	• আধুনিক বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস (নির্বাচিত)	15	
মডিউল-৩ উপন্যাস ও ছোটগল্প	• **আধুনিক বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের ইতিহাস (নির্বাচিত)**	30	

কথাসাহিত্য [উপন্যাস ও ছোটগল্প]

SEM-3 MAJOR I MODULE-3I | BNGH-CC-3-3I TH-TU | Class-18

উদ্দেশ্য:	সিলেবাস মডিউল-৩: উপন্যাস ও ছোটগল্প
১৮০০ খ্রি. পরবর্তী সময়কালে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার বিবর্তনের গতিরেখার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিতি ঘটানো এই কোর্সের উদ্দেশ্য।	• বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ • বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় • বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

TEACHING PLANE

SL No.	TOPIC	No. Of Class	EXTRA CLASSES
১.	উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ	১	
২.	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২.	• MOCK TEST for 15 & 5 marks Questions. • MOCK TEST for 1 marks Short Questions.
৩.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২.	
৪.	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২.	
৫.	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২.	
৬.	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	২.	
৭.	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২.	

ঘটনা	উদ্যোগ	ফসল	উদ্দেশ্য	ধরণ ও ভাষা
১. বাংলা গদ্যের উদ্ভব→	মিশনারি→	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকবৃন্দের রচনা	ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষার প্রশিক্ষণ	সংস্কৃতানুসারী, জটিল
২. বাংলা গদ্যের চিন্তা প্রকাশের উপযোগী হয়ে ওঠা	রামমোহন রায়	বেদান্ত ও উপনিষদের অনুবাদ, সমাজ-সমস্যা ও সংস্কারমূলক গদ্য	ধর্মসংস্কার ও সমাজ সংস্কার	বোধগম্য, সরল ও ঋজু, কিন্তু সাহিত্যিক রচনাশৈলীর অভিনবত্ব বর্জিত, বিতর্কের কাষ্ঠ গদ্য
৩. সাগরীরীতির গদ্য	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর • দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর • অক্ষয়কুমার দত্ত	অনুবাদমূলক রচনা, বিতর্কমূলক নিবন্ধ	শিক্ষা ও ভাষার উন্নয়নের দ্বারা সামাজিক ও মানবিক অস্তিত্বের উৎকর্ষ সাধন	সংস্কৃতানুসারী, তৎসম শব্দপ্রধান ভারীচালের গদ্য। তিনিই রামমোহনের কাষ্ঠগদ্যে লাবণ্য সঞ্চার করেন।
৪. নক্শা জাতীয় গদ্য	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	• 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) • 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫) • 'নববিবিবিলাস' (১৮৩১)	সমাজে প্রচলিত ভ্রষ্টাচারের প্রতি বিদ্রূপ	লঘু, সরল, ব্যঙ্গপ্রধান গদ্য

ঘটনা	উদ্যোগ	ফসল	উদ্দেশ্য	ধরণ ও ভাষা
৫. নক্‌ শাধর্মী, উপন্যাসের পূর্বলক্ষণবিশিষ্ট গদ্য	প্যারীচাঁদ মিত্র	‘ আলালের ঘরের দুলাল’ (১৮৫৮)	• সমকালীন জীবনের, আধুনিক শিক্ষা এবং দেশীয় শিক্ষার ভালো-মন্দ দুটি দিকই দেখানো। • বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বাংলাগদ্যের শিল্পসম্মত বিশিষ্ট রীতির প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে কলকাতায় প্রচলিত ভাষার কথ্যরীতিকে সাহিত্যিক মর্যাদা দান	• প্যারীচাঁদের ভাষারীতি সাধু এবং মাঝে মাঝে কথ্যরীতির ছাঁদ আছে। চলিত ক্রিয়াপদের ব্যবহার, সমাসবদ্ধপদের বর্জন্ম আর্বি-ফার্সি শব্দের বহুল প্রয়োগ এবং সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদের বিমিশ্র গুরুচণ্ডালী দোষ। • আলাল পুরোপুরি উপন্যাস নয়; কিন্তু বাস্তব জীবনের পূর্বাপর সংগতিসম্পন্ন ঘরোয়া কাহিনি ও কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্র থাকায় এতে উপন্যাসের পূর্বলক্ষণ সুস্পষ্ট।
৬. নক্‌ শাজাতীয় রচনা	কালীপ্রসন্ন সিংহ	‘ হুতোম প্যাঁচার নকশা’ (প্রথম খণ্ড ১৮৬৩, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৬৪)	সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবিধান এবং ব্যক্তিচরিত্রের সংশোধনের জন্য কালীপ্রসন্ন ব্যঙ্গের কশাঘাত হেনে ফোটোগ্রাফ তুলেছেন।	চলিত ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা গদ্য। উত্তর ও মধ্য কলকাতার চলিত বুলিতে এই ভাষা সরস, সতেজ ও জীবন্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিষয়	বিষয়ীকরণ
ইতিহাস-অনুরাগ	► দেশী-বিদেশী ইতিহাস অধ্যয়নজাত ইতিহাস, যুক্তিনিষ্ঠা, কার্যকারণের ধারাবাহিকতা এবং জীবনের প্রত্যক্ষ তথ্যকে স্পষ্ট সুবিন্যস্তরূপে আয়ত্ত করার মতো ধীশক্তিতে রূপায়ন।
জীবনের মূল অন্বেষণ	► ‘ধর্মতত্ত্ব’ -এ তিনি বলেছেন— “এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়? সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি।”
জীবনদর্শন	► বঙ্কিমচন্দ্র প্রবৃত্তির ধ্বংস বা নিরোধ চাননি। জীবনের এমন এক অর্থ খুঁজেছেন যা জীবনকে অবিকৃত রেখেও ঊর্ধ্বায়িত করে। ফলস্বরূপ প্রেম-কাম-লোভ-ঈর্ষায় ফেনিল মানবহৃদয়ের সুধারস তিনি উপন্যাসের পাত্রে পরম অনুরাগের সঙ্গে পরিবেশন করেছেন।
আদর্শচিন্তা	► ১৮৫৮ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে কলকাতার বাইরে মফস্বলেই বঙ্কিমের জীবন কেটেছে। ফলে কলকাতায় অনেকেই যখন নানা আন্দোলনে রত, সম্প্রদায় গঠনে ব্যস্ত কিংবা সমাজ-সংস্কারে মনোযোগী বঙ্কিমচন্দ্র তখন মনুষ্যত্বের ধ্রুব আদর্শ সন্ধানে রত। সুসংহত সামগ্রিক জীবনের প্রকাশই পাঠকচিত্তের সংকীর্ণতার অবসান ঘটায়। মনের এই প্রসারই সাহিত্য পাঠের ফল।
সাহিত্যভাবনা	► প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যনীতিকে নির্ধারণ করেছে। টেন তাঁর বিখ্যাত ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে (১৮৬৪) race, milieu এবং moment – এর দ্বারা সাহিত্যসৃষ্টির সূত্র নির্দেশ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই তত্ত্বকেই স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে সাহিত্য মাত্রেরই বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি অর্জনের মূলে থাকে যুগ, জাতি ও পারিপার্শ্বের প্রভাব। এর প্রমাণ পাওয়া যায়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিষয়	বিষয়ীকরণ
আদর্শবাদিতা	► তাঁর উপন্যাসের আদর্শবাদিতার দুটি দিক– • বিশেষ ব্যক্তিচরিত্র, বিশেষ ঘটনার সাহায্যে নির্বিশেষে তাৎপর্য অর্জন করে। সেই নির্বিশেষ চেতনা মানবভাগ্য এবং মানব চরিত্রের সামগ্রিক অনুভূতিতে ছড়িয়ে যায়। • এক অপ্রাপ্য নৈতিক সত্যের স্বপ্ন তাঁর দুঃখহত নায়ক এবং বেদনাবিদ্ধ নায়িকাকে উতলা করে তুলে রসকে ঘনীভূত করে তোলে।
সাহিত্যতত্ত্ব	► একদিকে প্রাকৃতিক নিয়ম আর অন্যদিকে নিয়মাতিক্রান্ত ভাবুক কল্পনার আত্মকেন্দ্রিক সৌন্দর্যরচনা– এই দুই বিপরীত সাহিত্যচিন্তা বঙ্কিমের মধ্যে এক দ্বিধার সৃষ্টির করে। সমসাময়িক বাঙালি মনীষা সাহিত্য শিল্পকে অনন্যনিরপেক্ষ রূপে দেখতে অভ্যস্ত ছিল না। ফলে মানবকল্যাণ ও নীতির চিন্তা এসেই গেছে। তবে নিও-ক্লাসিক থেকে বঙ্কিমের সাহিত্য রোমাণ্টিক যুগের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

পর্ব	উপন্যাস ও প্রকাশ	বিশিষ্টতা	ধরণ
প্রথম	‘ দুর্গেশনন্দিনী’ (১৮৬৫)	ষোড়শ শতকের শেষের মোঘল-পাঠান লড়াই	**ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স**
	‘ কপালকুণ্ডলা’ (১৮৬৬)	১৬০৫-এ জাহাঙ্গীরের সিংহাসন প্রাপ্তির বছর। বাদশাহী ঐশ্বর্য	’ ’
	‘ মৃণালিনী’ (১৮৬৯)	১২০১ সালে লক্ষ্মণ সেনের পরাজয় ও মুসলমান বিজয়	”
দ্বিতীয়	‘ বিষবৃক্ষ’ (১৮৭৩)	বিধবাবিবাহ ও নব্যবঙ্গের উৎকেন্দ্রিক তার বিরুদ্ধে কটাক্ষ। বহুবিবাহ নিরোধ ভাবনা নায়কের বিবেকের অংশ।	**সামাজিক**
	‘ যুগলাঙ্গুরীয়’ (১৮৭৪)	হিন্দু আমলে প্রেমের বড় গল্প	**ঐতিহাসিক**
	‘ চন্দ্রশেখর’ (১৮৭৫)	১৭৬৩-৬৪ সালে কোম্পানির হাতে মীরকাশিমের পরাজয় + বিবাহিত নারীর প্রণয় স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিচরিত্রের রহস্য সন্ধান	**ঐতিহাসিক + সামাজিক**
	‘ রাধারানী’ (১৮৭৫)	শ্রীরামপুরের রথযাত্রার প্রেক্ষাপটে বালিকার বাল্যপ্রেমের কাহিনি।	**সামাজিক**
	‘ রজনী’ (১৮৭৭)	নব্যপন্থী বিকারকে ব্যঙ্গ। অমরনাথ-এ	

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পর্ব	উপন্যাস ও প্রকাশ	বিশিষ্টতা	ধরণ
তৃতীয়	‘আনন্দমঠ’ (১৮৮২)	১৭৭০-৭১ সালে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে প্রজাবিদ্রোহ	**দেশাত্মবোধক**
	‘দেবীচৌধুরানী’ (১৮৮৪)	অষ্টাদশ শতকের শেষে দেশভক্ত আদর্শবাদী দস্যুদলের সঙ্গে কোম্পানি ফৌজের সংঘর্ষ	’ ’
	‘সীতারাম’ (১৮৮৭)	অত্যাচারী নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন	”
চতুর্থ	‘ইন্দিরা’ (১৮৯৩)	কলকাতার সমাজজীবন, দস্যু লুণ্ঠিতা পত্নীকে সমাজে প্রতিষ্ঠা	**সামাজিক**
	‘রাজসিংহ’ (১৮৯৩)	সপ্তদশ শতকের শেষে ঔরঙ্গজেবের আমলে মোগল আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে রাজপুতদের স্বাধীনতা রক্ষা	**ঐতিহাসিক + রাজনৈতিক**

বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ: উপন্যাসের গতিরেখা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

- সামন্ততান্ত্রিক পরিবারে ভাঙন এবং ছোট রাজবংশের বিলুপ্তি। কিন্তু তার স্মৃতি তখনও তপ্ত। নিকট অতীতের সংগ্রামময় ইতিহাস শিক্ষিত মানসকে আকর্ষণ করে।
- মধ্যযুগের মুসলমান যুগের ঐতিহাসিক পটভূমিতে ঐতিহাসিক কল্পনার রোমান্স তৈরি অবশ্যম্ভাবী।
- মধ্যবিত্ত, চাকুরিজীবি শ্রেণির উদ্ভব হলেও তাদের জীবনধারা তখনও স্পষ্ট রূপ পায়নি।
- পাশ্চাত্য ইতিহাস ও ভারতের ইতিহাসের ভাবধারার সংঘাতে এক আদর্শবাদের জন্ম— বাহ্যঘটনার চমৎকারিত্ব, চরিত্রের দ্রুত উত্থান পতনের প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের সূচনায় বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ সম্পূর্ণভাবে গঠিত।
- প্রাচীন সমস্ত সমাজের স্মৃতি বিলুপ্ত। এই স্মৃতি বঙ্কিমের সময়ে মধ্যবিত্ত সমাজ মানসকে যেভাবে প্রভাবিত করেছিল রবীন্দ্রনাথের সময়ে তা ছিল না। ফলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিদায়।
- প্রাত্যহিক ধীর, মন্থর গতির মধ্যবিত্ত জীবনকে অন্তরের দিক থেকে দেখার প্রবণতা। ঘটনার চমৎকারিত্ব নেই, বাস্তবনিষ্ঠ মনোবিশ্লেষণই মূল উপজীব্য।
- বঙ্কিম নাটকের মতো করে উপন্যাসকে গড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসকে নাটকের আনুগত্য থেকে মুক্তি দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্তর	উপন্যাস ও প্রকাশ	ধরণ	বিশিষ্টতা
প্রথম	'করুণা' (১৮৭৭-৭৮), 'ভারতী' পত্রিকা	**পারিবারিক, সামাজিক**	• করুণা নামে এক কিশোরীর বেদনার্ত কাহিনি সমসাময়িক সমাজের প্রেক্ষাপটে আলোচিত।
দ্বিতীয় ১৮৮৩-১৮৮৭	'বউঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৩), 'ভারতী' পত্রিকা	**ঐতিহাসিক**	• ইতিহাসাশ্রয়ী হলেও উভয়ক্ষেত্রেই ইতিহাস একটা আশ্রয় মাত্র। বঙ্কিম অনুসরণ স্পষ্ট, তবে পরিবার জীবনের কক্ষপথে বিচরণ করেছেন।
	'রাজর্ষি' (১৮৮৭), 'বালক' পত্রিকা		
তৃতীয় ১৯০৩-১৯১০	'চোখেরবালি' (১৯০৩), 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'	**মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক**	• মানবচিত্ত ও নরনারী সম্পর্কের জটিলতা অভুতপূর্বভাবে প্রকাশিত
	'নৌকাডুবি' (১৯০৬), 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা	**সামাজিক**	• আকস্মিক ঘটনা নির্ভর রোমান্টিক রচনা
	'গোরা' (১৯১০), 'প্রবাসী' পত্রিকা	**মহাকাব্যধর্মী**	• এক বিশেষ যুগের সামাজিক-রাজনৈতিক আদর্শ, বিতর্ক, জাতীয়তাবোধ, হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের সংঘাত প্রকাশিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্তর	উপন্যাস ও প্রকাশ	ধরণ	বিশিষ্টতা
চতুর্থ ১৯১৬-২৯	‘চতুরঙ্গ’ (১৯১৬), ‘সবুজপত্র’ পত্রিকা	**সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক**	• ব্যক্তিমানুষের মনতস্তত্ত্ব, নরনারীর সম্পর্কের গভীর চিন্তাভাবনার বিশ্লেষণ চারটি চরিত্র ও গল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত
	‘ঘরেবাইরে’ (১৯১৬), ‘সবুজপত্র’ পত্রিকা	**রাজনৈতিক-দেশাত্মবোধক ও আত্মকথনরীতি**	• বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনের তলদেশের মস্ত ফাঁকির তীব্র প্রতিবাদ এ প্রেমমনস্তত্ত্ব প্রকাশিত
	‘যোগাযোগ’ (১৯২৯), ‘বিচিত্রা’ পত্রিকা	**সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক**	• অর্থনৈতিক শ্রেণিদ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে নরনারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ
	‘শেষের কবিতা’ (১৯২৯), ‘প্রবাসী’ পত্রিকা	**কাব্যধর্মী ও প্রেমমনস্তাত্ত্বিক**	• সাম্প্রতিক সাহিত্য আন্দোলন ও প্রেম-বিবাহ সম্পর্কে অভিনব চিন্তা প্রকাশিত
পঞ্চম ১৯৩০-৩৪	‘দুইবোন’ (১৯৩৩), ‘বিচিত্রা’ পত্রিকা	**সামাজিক ও পারিবারিক**	• উচ্চবিত্ত বাঙালির জীবনকথা ও প্রেমতত্ত্ব প্রকাশিত
	‘মালঞ্চ’ (১৯৩৩), ‘বিচিত্রা’ পত্রিকা	”	• দাম্পত্য জীবনের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা প্রকাশিত
	‘চার অধ্যায়’ (১৯৩৪), সরাসরি গ্রন্থাকারে	**রাজনৈতিক**	• বিভীষিকাপন্থায় মানুষের মনুষ্যত্বের অপরিহার্য পতনের সার্থক প্রতিফলনের প্রকাশ

রবীন্দ্র ছোটগল্প

পর্ব	সময়কাল	ছোটগল্প	বিশিষ্টতা
প্রথম	১৮৯৯১-১৯০১ হিতবাদী-সাধনার যুগ	কঙ্কাল, অতিথি, ত্যাগ, একরাত্রি, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, শাস্তি, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র, বিচারক, নিশীথে, মণিহারা, নষ্টনীড়, ক্ষুধিত পাষাণ, পোস্টমাস্টার প্রভৃতি	• পদ্মাতীরে বসে লেখা, বাংলার গ্রাম জীবন, মানুষ ও প্রকৃতির নিগূঢ় সম্পর্ক, সাধারণ মানুষের জীবনের ছোট ছোট সুখ-দুঃখপূর্ণ জীবনসম্ভোগ
দ্বিতীয়	১৯১৪-১৯৩০ ভারতী-সবুজপত্র যুগ	হালদারগোষ্ঠী, স্ত্রীরপত্র, পয়লা নম্বর, অপরিচিতা প্রভৃতি	• যুক্তি, বুদ্ধি, মননশীলতা, নাগরিক বাচনভঙ্গি, উইটের দীপ্তি, ক্ষুরধার মন্তব্য এই গল্পগুলিকে চমকপ্রদ করেছে
তৃতীয়	১৯৩০-১৯৪০ তিনসঙ্গীর যুগ	রবিবার, শেষকথা, ল্যাবরেটরি	• বাচনভঙ্গির তির্যকতা, ভাবচেতনা আধুনিকতা তথা তত্ত্ব প্রাধান্য এই পর্বের গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য মূলত মনশ্চর্চার প্রাধান্য, বিজ্ঞান চেতনার প্রাধান্য লক্ষণীয়

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক চেতনার পার্থক্য

	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বিষয়বস্তু ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি	রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিমূলক প্রকৃতি ও মানবকেন্দ্রিক। তিনি প্রেম, সৌন্দর্য, জীবনের গভীরতা, মানবমনের জটিল মনস্তস্ত্ব নানারূপ তত্ত্বের সঙ্গে উপন্যাসে ও অন্যান্য সংরূপে ব্যক্ত করেছেন।	শরৎচন্দ্র সমাজের নানা দিক, বিভিন্ন স্তর, প্রধানত নারী ও দরিদ্র মানুষের জীবন, তাদের দৈনন্দিন চাওয়া-পাওয়া, দুঃখ-দুর্দশাকে উপন্যাস ও গল্পের বিষয় করে তুলেছেন।
ভাষা ও শৈলী	রবীন্দ্রনাথের ভাষা কাব্যিক, মাধুর্যপূর্ণ এবং অলঙ্কার সমৃদ্ধ। ইন্টেলেক্ট প্রকাশের মাধ্যম রূপে এবং তত্ত্ব প্রকাশের বাহন রূপে ভাষা কাজ করেছে।	শরৎচন্দ্রের গদ্য সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। তাঁর ভাষায় সমাজের সমস্ত শ্রেণি ও পর্বের মানুষের যথার্থ পরিচয় মেলে। অসহায়, দরিদ্র মানুষের উপযোগী গদ্য শরৎ-সাহিত্যের বিশেষ প্রাপ্তি।
চরিত্রভাবনা	রবীন্দ্র উপন্যাসের চরিত্ররা প্রায় সকলেই অভিজাত, শিক্ষিত, রুচিশীল। রবীন্দ্রনাথ যে বৈদগ্ধের মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররাও তারই বার্তা বহন করে। রবীন্দ্র ছোটগল্পের চরিত্ররা অবশ্য গ্রাম বাংলার মাটি থেকে উঠে আসা। তবে নিম্নবিত্তের অসহায় অর্থনৈতিক দুর্দশা তাঁর চরিত্রের মধ্যে সেভাবে পাওয়া যায় না।	শরৎচন্দ্রের চরিত্ররা সমাজ-সমস্যার মূর্ত প্রতীক। মানবজীবনের সুখ-দুঃখ অশ্রুবেদনাকে সহানুভূতির রসে জারিত করে প্রকাশ করেছেন শরৎচন্দ্র। তাঁর চরিত্ররা গ্রাম বাংলার তথাকথিত পিছিয়ে থাকা, অসহায়, সমাজের দ্বারা নানারূপে আক্রান্ত মানুষের রূপ সাহিত্যে প্রকট করে তোলে।

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পর্ব	উপন্যাস ও প্রকাশ	বিশিষ্টতা
প্রথম পর্ব ১৯১৩-১৯১৭	‘বড়দিদি’ (১৯১৩), ‘বিরাজ বৌ’ (১৯১৪), ‘বিন্দুর ছেলে’ (১৯১৪), ‘পরিণীতা’ (১৯১৪), ‘পণ্ডিতমশাই’ (১৯১৪), ‘মেজদিদি’ (১৯১৫), ‘পল্লীসমাজ’ (১৯১৬), ‘চন্দ্রনাথ’ (১৯১৬), ‘বৈকুন্ঠের উইল’ (১৯১৬), ‘অরক্ষণীয়া’ (১৯১৬)	• শিক্ষানবীশির নানা চিহ্ন এই পর্বে লক্ষিত। উপন্যাসগুলি আকারে ছোট। একমাত্র ‘পল্লীসমাজ’ -এই উপন্যাসের পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশিত। অন্যান্য উপন্যাস পরিবার রসে কাহিনি বর্ণিত। ‘পল্লীসমাজ’ -এ লেখকে স্পষ্ট নীতিবিরুদ্ধতা লক্ষিত। নারি চরিত্র এই সময় থেকেই তাঁর গল্প-উপন্যাসের মূলকেন্দ্রে স্থান পেতে শুরু করেছে।
দ্বিতীয় পর্ব ১৯১৭-১৯২৪	‘শ্রীকান্ত’ (১ম-১৯১৭), ‘দেবদাস’ (১৯১৭), ‘নিষ্কৃতি’ (১৯১৭), ‘চরিত্রহীন’ (১৯১৭), ‘দত্তা’ (১৯১৮), ‘শ্রীকান্ত’ (২য়-১৯১৮), ‘বামুনের মেয়ে’ (১৯২০), ‘গৃহদাহ’ (১৯২০), ‘দেনা পাওনা’ (১৯২৩), ‘নববিধান’ (১৯২৪)	• উপন্যাসগুলি আকারে ও বিষয়বস্তু ও চরিত্রের বিকাশে যথার্থ উপন্যাস। পরিবার জীবনের মধ্যে বৃহত্তর সমাজ-জিজ্ঞাসা প্রকাশ পেয়েছে। মানব জীবনের গভীর ও জটিল সমস্যার মধ্যে প্রবেশ করেছেন লেখক। মানুষের মুক্ত হৃদয় ও সমাজনীতির সংঘর্ষের বর্ণনা করেছেন লেখক। চিত্ত-অবক্ষয়ের ট্রাজেডি প্রকাশ পেয়েছে।

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পর্ব	উপন্যাস ও প্রকাশ	বিশিষ্টতা
– ১৯২৬	‘পথের দাবী’ (১৯২৬)	• এটি শরৎ সাহিত্যের ব্যতিক্রমী উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ এবং রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’-র পরে ‘পথের দাবী’-র রাজনৈতিক ভাবনা অপরিণত ও আবেগপ্রবণ মনে হলেও এর অন্তর্গত বৈপল্লিক উত্তেজনা ও গোপন রাজনীতির রোমাঞ্চ উত্তেজনা সঞ্চার করে। লেখকের দেশপ্রীতির ছবি এখানে ব্যক্ত।
তৃতীয় পর্ব ১৯২৭-১৯৩৯	‘শ্রীকান্ত’ (৩য়-১৯২৭), ‘শেষ প্রশ্ন’ (১৯৩১), ‘শ্রীকান্ত’ (৪র্থ-১৯৩৩), ‘বিপ্রদাস’ (১৯৩৫), ‘শুভদা’ (১৯৩৮), ‘শেষের পরিচয়’ (১৯৩৯)	• প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালীন ইউরোপীয় সাহিত্যের নবিন জিজ্ঞাসা এই পর্বের উপন্যাসগুলিতে অল্প প্রকাশ পেয়েছে। মননশীলতা, ভাষায় বুদ্ধির দীপ্তি এই পর্বের উপন্যাসে সেখা যায়। এই পর্বে লেখক নরনারীর বিবাহের চেয়ে স্বতন্ত্র সম্বন্ধ অন্বেষণে ব্রতী হয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প

বিভাগ	ছোটগল্প	বিশিষ্টতা
উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত পারিবারিক বিরোধমূলক ছোটগল্প	‘বিন্দুর ছেলে’ (১৯১৪), ‘রামের সুমতি’ (১৯১৪), ‘মেজদিদি’ (১৯১৪), ‘মামলার ফল’ (১৯২০), ‘হরিলক্ষ্মী’ (১৯২৬), ‘পরেশ’ (১৯২৪)	• পারিবারিক জীবনের স্নেহপ্রেম, আবেগ, অনুভূতির বাস্তব ও মর্মস্পর্শী চিত্রণ।
শিল্পী হৃদয়ের সমবেদনাসিক্ত ছোটগল্প	‘অভাগীর স্বর্গ’, ‘মহেশ’	• কাহিনি ও চরিত্রের কেন্দ্রীয় ভাবসংহতিসঞ্জাত শিল্পরূপ লক্ষিত।
দাম্পত্য-প্রেম সম্পর্কিত ছোটগল্প	‘মন্দির’ (১৯০৩), ‘দর্পচূর্ণ’ (১৯১৫), ‘অনুপমার প্রেম’ (১৯১৫), ‘আলো ও ছায়া’ (১৯১৭), ‘স্বামী’ (১৯১৮), ‘নববিধান সতী’ (১৯৩৪)	• সমাজবিধির সীমাতে দাম্পত্য প্রেম ও বিরোধ চিত্রিত হয়েছে।
সমাজবিরোধী প্রেমমূলক ছোটগল্প	‘আঁধারে আলো বিলাসী’	• সমাজ-অনুমোদনহীন প্রেমের মর্মস্পর্শী চিত্র।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

উপন্যাস	পরিচয় ও বিশেষত্ব
‘ পথের পাঁচালী’ (১৯২৯) ‘ অপরাজিত ’ (২য় খণ্ড-১৯৩২)	এই তিন খণ্ডে বিভক্ত উপন্যাস একটি কল্পনাপ্রবণ, আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন জীবনের ক্রমভিবিব্যক্তির মহাকাব্য। শিশু মনের রহস্যময়তা বিচিত্র রূপের সাহায্যে চিত্রিত। এছাড়া— • গ্রাম-বাংলার অতিপরিচিত রূপের মধ্যে অপরিচয়ের বিস্ময় আবিষ্কার। • বালকের দৃষ্টিতে দেখা জগতের অভিনবত্ব। • জটিল সামাজিক সমস্যার পরিবর্তে মানবমনের সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রদর্শন। • অপুকে আশ্রয় করে গতিশীল, পলাতক অনন্তের প্রবাহকে কেন্দ্র করে জীবনের ধারাবাহিক পাঁচালী।
‘ দৃষ্টিপ্রদীপ’ (১৯৩৫)	লৌকিকজীবনের লাভ-ক্ষতিকে তুচ্ছ করে অফুরন্ত অনন্ত যাত্রাপথের জয়গান। প্রধান চরিত্র জিতুর অলৌকিক শক্তি, অদৃশ্য জগতের প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা লেখকের অভিনবত্ব প্রকাশক।
‘ আরণ্যক’ (১৯৩৯)	সীমাহীন অরণ্যপ্রকৃতি লেখকের মন ও পাঠকের হৃদয়কে অধিকার করে নেয়। মানুষ গৌণ, প্রকৃতিই এখানে মুখ্য। নাঢ়াবইহার ও লবটুলিয়ার অনন্ত বিনষ্ট করে বসতি স্থাপনের কাজটি কথক সত্যচরণের হাতেই হয়েছিল, তবে নৈসর্গিক বিস্ময়ের সঙ্গে মানবীয় বাস্তবতা মিলেমিশে অভিনব রূপ লাভ করেছে।
‘ আদর্শ হিন্দু হোটেল’ (১৯৪০)	হো্টেল পরিচালনার অতিজাগ্রত ব্যবসায়ী বুদ্ধির সরস ও উপভোগ্য চিত্র এই উপন্যাসে। নাগরিক চাতুর্যের পাশাপাশি সরস পল্লীজীবনের চিত্রও উপভোগ্য।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

উপন্যাস	পরিচয় ও বিশেষত্ব
‘বিপিনের সংসার’ (১৯৪১)	দাম্পত্য, প্রেম, হৃদয়ের উদ্বেল ভাব লেখকের রচনার প্রায় অনুপস্থিত হলেও, সমাজ-অননুমোদিত নারী-পুরুষের আকর্ষণকে এই উপন্যাসে সাবধানতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন লেখক।
‘দেবযান’ (১৯৪৪)	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অনাহার, মৃত্যুর পটভূমিতে লেখা উপন্যাস। লেখক কল্পস্বর্গেও খুঁজেছেন পার্থিব জীবনের প্রেম-ভালোবাসা, আনন্দ-বেদনাকে।
‘অনুবর্তন’ (১৯৪২)	নিজস্ব শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতায় ভরা শিক্ষক সমাজের জীবনচর্যার কাহিনি এই উপন্যাসে।
‘ইছামতী’ (১৯৫০)	বিংশ শতকের প্রথমার্ধের ইছামতী নদীশাসিত গ্রাম বাংলার বস্তুনিষ্ঠ দলিল এই উপন্যাস। ইতিহাস, সমাজ প্রকৃতি ও মহাকাল– লেখকের প্রধান সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যগুলি একত্রে এই উপন্যাসের মধ্যে লক্ষিত। অনেক কাহিনি ও চরিত্র উপন্যাসের মধ্যে মহাকালকে বহন করে নিয়ে গেছে। এই চিরন্তনত্বের জন্য এটি মহাকাব্যোপম উপন্যাস।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প

বিভাগ	ছোটগল্প	বিশিষ্টতা
চরিত্রনির্ভর গল্প	‘উপেক্ষিতা’, ‘মৌরীফুল’, ‘উমারাণী, ‘ডাইনী ইত্যাদি	• এই ধরণের গল্পগুলিতে মূলত নারী চরিত্র প্রাধান্য।
কাহিনিনির্ভর গল্প	‘পুঁইমাচা, ‘তিরোলের বালা’, ‘এমনিই হয়’, ‘বিপদ’, ‘খুকীর কাণ্ড’, ‘বাক্সবদল’ ইত্যাদি	• পল্লি গ্রামের সরল মানবজীবন এই ধরনের গল্পগুলির প্রধান বিষয়। চরিত্রের সরলতা, মমত্ববোধ প্রভৃতি গুণ এই গল্পগুলি শিল্পসার্থকতা লাভ করেছে।
অলৌকিক রসের গল্প	‘বউচণ্ডীর মাঠ’, ‘অভিশপ্ত’, ‘খুঁটিদেবতা’, ‘হাসি’, ‘মশলাভূত’, ‘ভৌতিক পালঙ্ক’ প্রভৃতি	• ঘটনাপ্রবণ এই পর্বের গল্পগুলি অতিপ্রাকৃতরস এই গল্পগুলি অভিনবত্ব দান করেছে।
রোম্যান্টিক গল্প	‘মেঘমল্লার’, ‘নাস্তিক’, ‘স্বপ্ন’, ‘বাসুদেব’, ‘রাজপুত্র’, ‘শেষ লেখা’ ইত্যাদি	• অতীত যুগের ইতিহাস, নক্ষত্রবিদ্যা, ভূগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয় লেখককে রোম্যান্টিক গল্প রচনায় উৎসাহ দেয়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প

বিভাগ	ছোটগল্প	বিশিষ্টতা
ক্ষণোদ্ভাস ভিত্তিক গল্প	' জলসত্র' ,' আহ্বান' ,' নদীর ধারে বাড়ি' ,' গল্প নয়' ইত্যাদি	• সামান্য ও তুচ্ছের মধ্যে অসামান্য ও মহৎ স্বরূপের সন্ধান— এই পর্বের গল্পগুলির লক্ষণ
জীবনধারা ভিত্তিক গল্প	' ভিড়' ,' হাট' ,' দিবাবসান' , মুশকিল' ,' আমোদ' ইত্যাদি	• এই পর্বে লেখক জীবনের গভীর তলদেশে ডুব দিয়ে মহার্ঘ রত্ন আবিষ্কার করেছেন। কাহিনির ঊর্ধ্বে এদের এক সুনির্দিষ্ট শিল্পরূপ বর্তমান। এই গল্পগুলি সকল প্রকার বিশ্লেষণের অতীত।
অলৌকিক রসের গল্প	' বউচণ্ডীর মাঠ' ,' অভিশপ্ত' , ' খুঁটিদেবতা' ,' হাসি' , ' মশলাভূত' ,' ভৌতিক পালঙ্ক' প্রভৃতি	• ঘটনাপ্রবণ এই পর্বের গল্পগুলি অতিপ্রাকৃতরস এই গল্পগুলি অভিনবত্ব দান করেছে।
রোম্যান্টিক গল্প	' মেঘমল্লার' ,' নাস্তিক' , ' স্বপ্ন' ,' বাসুদেব' , ' রাজপুত্র' ,' শেষ লেখা' ইত্যাদি	• অতীত যুগের ইতিহাস, নক্ষত্রবিদ্যা, ভূগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয় লেখককে রোম্যান্টিক গল্প রচনায় উৎসাহ দেয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

পর্ব	উপন্যাস ও প্রকাশ	বিশিষ্টতা
প্রথম পর্ব: প্রস্তুতি পর্ব (১৯২৭-১৯৩৯)	'চৈতালীঘূর্ণি', 'পাষাণপুরী', 'নীলকণ্ঠ', 'রাইকমল', 'আগুন' প্রভৃতি	• কৃষিকেন্দ্রিক গ্রাম সমাজের বিপর্যয় ও যন্ত্র শিল্পের ক্রমবিস্তার— এক নিদারুণ সমাজ-সত্য। • রাঢ় বাংলার গোষ্ঠি, সম্প্রদায়ের সামগ্রিক জীবন চিত্র প্রদর্শনের বাসনা। • রাজনৈতিক আদর্শবাদের প্রতি এক বিশেষ ঝোঁক। • বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ প্রচারিত উপন্যাস রীতি থেকে সরে এসে জীবনসত্য সন্ধানের নতুন পথ অন্বেষণের প্রচেষ্টা।
দ্বিতীয় পর্ব ১৯৩৯-১৯৫০	'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'কবি', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'সন্দীপণ পাঠশালা', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' ইত্যাদি	• এক বিশেষ সম্প্রদায়ের সামগ্রিক জীবনচিত্র মহাকাব্যিক বিস্তারে প্রকাশ। ভাষা ব্যবহারে যথার্থ আঞ্চলিকতা গুণ প্রকট। • মানুষের জৈব-প্রবৃত্তির বিচিত্র রূপ প্রকাশ। • বাংলাদেশের যন্ত্র শক্তির সংঘাতের চিত্র প্রকাশিত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

পর্ব	উপন্যাস ও প্রকাশ	বিশিষ্টতা
তৃতীয় পর্ব: ১৯৫০-এর পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত	‘আরোগ্য নিকেতন’, ‘বিচারক’, ‘রাধা’, ‘সপ্তপদী’, ‘মহাশ্বেতা’, ‘জবানবন্দী’, ‘উত্তরায়ণ’, ‘যোগভ্রষ্ট’, ‘মঞ্জরী অপেরা’ ইত্যাদি	• পূর্বপর্বের রাজনৈতিক চেতনা নবরূপ ধারণ করে এই পর্বের নায়কদের মন থেকে বিসর্জিত হয়েছে। • স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের অতীত মাহাত্ম্য ও সত্যানুসন্ধানের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন লেখক। ফলে জৈব-প্রবৃত্তির এতকাল প্রকাশিত লীলা মহত্তর মানবপ্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকেছে। • এই পর্বের উপন্যাসগুলি গ্রাম পটভূমি ত্যাগ করে নাগরিক হয়ে উঠেছে। • এই পর্বে লেখক দার্শনিকের ভূমিকায় উঠে এসেছেন।

গল্পকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটগল্প	বিশিষ্টতা
‘রসকলি’, ‘রাইকমল’, ‘মালাচন্দন’, ‘হারানো সুর’ ইত্যাদি	• এই গল্পগুলিতে বীরভূমের গ্রামঞ্চলের গৃহস্থ বৈষ্ণব সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে।
‘জলসাঘর’, ‘রায়বাড়ি’ ইত্যাদি	• গ্রামীন জমিদারের দর্প ও গর্ব নিয়ে রচিত এই দুটি গল্প। রোমান্টিক পরিবেশ, নাটকীয় বিন্যাস, বর্ণনার চমৎকারিত্ব প্রকট।
‘কুলীনের মেয়ে’, ‘মধুমাস্টার’, ‘ব্যাধি’, ‘বিষধর’, ‘রঙীন চশমা’ প্রভৃতি	• কুলীন ব্রাহ্মণ জমিদার সম্প্রদায়ের অন্তঃসারশূন্যতা, আত্মপ্রতারণা, প্রবঞ্চনার চিত্র স্থান পেয়েছে।
‘অগ্রদানী’, ‘তারিণী মাঝি’ ইত্যাদি	• প্রকৃতি ও নিয়তির অমোঘলীলা স্থান পেয়েছে।
‘নারী ও নাগিনী’, ‘বেদেনী’, ‘ডাকহরকরা’, ‘ব্যাঘ্রচর্য’, ‘আখড়াইয়ের দীঘি’ প্রভৃতি	• অন্তজ, যাযাবর মানুষের আদিম জীবনযাত্রা নিয়ে লেখা এই শ্রেণির গল্পগুলি।
‘ইস্কাপন’, ‘মরামাটি’, ‘অহেতুক’, ‘আখেরী’, ‘বোবাকান্না’, ‘শেষকথা’, ‘পৌষলক্ষ্মী ইত্যাদি	• সমকালীন নানা ঘটনা ও রাজনৈতিক সামাজিক দুর্বিপাক এই শ্রেণির গল্পগুলিতে লক্ষ করা যায়।
‘কালাপাহাড়’, ‘গবিল সিংয়ের ঘোড়া’, ‘কামধেনু’ প্রভৃতি	• পশুর স্নেহ দুর্বলতা, আত্মচেতনা, মানুষের জন্য ব্যাকুলতা প্রভৃতি পশু চরিত্র ভাবনা নিয়ে লেখা এই গল্পগুলি।
‘না’, ‘কবি’, ‘দেবতার ব্যাধি’,	• প্রবৃত্তি-আদিমতা-নৈরাশ্যবাদ থেকে সরে এসে অধ্যাত্মপথের ইঙ্গিত এই

ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্ব	উপন্যাস ও প্রকাশ	বিশিষ্টতা
প্রথম পর্ব ১৯৩৫-১৯৪৮	' দিবারাত্রিরকাব্য' (১৯৩৫), ' পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), ' পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), ' সহরতলী' (১৯৪০-৪১), ' অহিংসা' (১৯৪৯), ' ধরা বাঁধা জীবন' (১৯৪১), ' প্রতিবিম্ব' (১৯৪৩), ' দর্পণ' (১৯৪৫), ' সহরবাসের ইতিকথা' (১৯৪৬), ' চিহ্ন' (১৯৪৭), ' আদায়ের ইতিহাস' (১৯৪৭), ' চতুষ্কোণ' (১৯৪৮)	• মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোম্যান্টিক সৌন্দর্যজড়িত বিশ্বস্বপ্নে প্রত্যক্ষ বাস্তবকে দেখতে চাননি। তিনি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখেছেন। বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণ আলোকপাতে যন্ত্রণাবিদ্ধ চেতনাকে দেখেছেন। অবচেতনার গহনে তাঁর সঞ্চরণ, আপাত উদ্ভট সমস্যার মধ্যে তাঁর আবগাহন। নাটকীয়তা পরিহার করে, স্বল্প কথায়, বুদ্ধির সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে চেয়েছেন লেখক। যৌন ক্ষুধার বিকৃতিও যে শিল্পরূপের অতুল স্বর্গে স্থান লাভের যোগ্য, বিপুল শক্তি দিয়ে ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের প্রথম পর্বে তা প্রমাণ করেছেন।
দ্বিতীয় পর্ব ১৯৪৮-১৯৫৬	' জীয়ন্ত' (১৯৫০), ' পেশা' (১৯৫১), ' স্বাধীনতার স্বাদ' (১৯৫১), ' সোনার চেয়ে দামী' (১৯৫), ' ছন্দপতন' (১৯৫১), ' ছন্দপতন' (১৯৫১), ' ইতিকথার পরের কথা' (১৯৫২), ' সার্বজনীন' (১৯৫২), ' আরোগ্য' (১৯৫৩), ' নাগপাশ' (১৯৫৩), ' চালচলন' (১৯৫৩), ' শুভাশুভ'	• এই পর্বে লেখক সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হল। এর আগের উপন্যাসগুলিতেও শ্রমজীবি মানুষের কথা এসেছে, তবে এই পর্বে নিস্পৃহ জীবনশিল্পী একটু বেশি রকম সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি। ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘ ও পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পর সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেন সাহিত্যকে। এই সময় তাঁর লেখা অনেকাংশে উদ্দেশ্যমূলক ও প্রচারমুখী হয়ে পড়ে। শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রাম, সমাজতন্ত্রের চেতনা সচেতনভাবে এই পর্বের

ছোটগল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ধরণ	ছোটগল্প	মূল প্রবণতা
মধ্যবিত্ত নরনারীর জটিল মনস্তত্ত্ব প্রকাশক গল্প	‘অতসীমামী’, ‘প্রাগৈতিহাসিক’ ‘সরীসৃপ’, ‘বিপত্নীক’, ‘সিঁড়ি’, ‘টিকটিকি’, ‘বৌ’ প্রভৃতি গল্প ও গল্পগ্রন্থ	• যুদ্ধোত্তর কথাসাহিত্যের মূল বিষয়— অর্থনৈতিক ভাঙনের প্রেক্ষাপটে চরিত্রের নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনা। মধ্যবিত্ত জীবনকে আশ্রয় করে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে অনুপ্রাণিত এই সময়ের গল্পগুলিতে লেখক চরিত্রের নানা দিক বিশ্লেষণ করেছেন।
আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নরনারীর জীবন সংগ্রাম	‘আত্মহত্যার অধিকার’, ‘টিচার’, ‘কে বাঁচায় কে বাঁচে’, ‘ছোট বকুলপুরের যাত্রী’ ‘হারানের নাতজামাই’, ‘দুঃশাসনীয়’ প্রভৃতি	• জীবনের অনেকাংশে ফ্রয়েড জুড়ে থাকলেও মানিকের বিজ্ঞানসচেতন মন, ইতিহাসচেতন তাঁকে মার্কসবাদে আকৃষ্ট করেছে। তিনি উপলব্ধি করেন, মানুষ তার প্রত্যয়-সংগ্রাম নিয়ে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক শোষণও সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে একত্রে গ্রথিত। এই ভাবনা থেকেই দ্বিতীয় পর্বের গল্পগুলিতে এসেছে সমাজ সচেতনতা, মধ্যবিত্ত জীবনের জটিলতা, কৃত্রিমতা, স্বপ্নভঙ্গ, নিঃসঙ্গতাবোধ, শোষণ ও সংগ্রামের চেতনা।

THANK YOU